রাবি ও জাবি চিরকুট লিখে দুই শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

রাবি ও জাবি প্রতিনিধি
১২ মে ২০২২ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ১২ মে ২০২২
০২:৪৭ এএম

advertisement

চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষার্থী। গত মঙ্গলবার দুপুরে নিজ ঘরে চিরকুট লিখে বাঁশের আড়ার সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। আত্মহননকারী সাদিয়া তাবাসসুম রাবির ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের বিষমপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য মাহবুব রশিদ ফারুকের মেয়ে সাদিয়া। আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি

অধ্যাপক ড. সোহেল কবির। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে সাদিয়া তার বাবার ডায়েরিতে লিখেছে- ‘চোরাবালির মতো ডিপ্রেশন, বেড়েই যাচ্ছে, মুক্তির পথ নেই, গ্রাস করে নিচ্ছে জীবন, মেনে নিতে পারছি না।’

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ রফিক-জব্বার হলের ছাদ থেকে পড়ে নিহত শিক্ষার্থী অমিত কুমারের রুমে একটি ‘সুইসাইড নোট’ পাওয়া গেছে। একই দিন বিকালে অমিতের মৃত্যু হওয়ার পর রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার রুমমেটরা তার বিছানার বালিশের নিচে তা পান। এ থেকে শিক্ষার্থীদের ধারণা, অমিত আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক সোহেল আহমেদ অমিতের কক্ষে গিয়ে ‘সুইসাইড নোট’টি দেখেন।

প্রাধ্যক্ষ সোহেল আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে নোটের লেখার সঙ্গে তার খাতার লেখার মিল রয়েছে। আমরা আপাতত রুম বন্ধ করে রেখেছি। রাত সাড়ে ১১টায় আশুলিয়া থানা পুলিশের একটি দল হলে অমিতের ৩২৫ নম্বর কক্ষে উপস্থিত হয়। তারা অমিতের দুই রুমমেটের কাছ থেকে কিছু তথ্য নেন। আশুলিয়া থানার পরিদর্শক জিয়াউল ইসলাম (তদন্ত) সাংবাদিকদের বলেন, ‘তদন্তের কাজ মাত্র শুরু হলো। তদন্তের জন্য দুটি মোবাইল, দুটি খাতা ও সুইসাইড নোট নিয়েছি। যদি আরও কিছু প্রয়োজন হয় পরে নেব।’

অমিত বিশ্বাসের সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। আমার মস্তিষ্কই আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমি নিজেই নিজের শত্রু হয়ে পড়েছি অজান্তেই। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত। আর না। এবার মুক্তি চাই। প্রিয় মা, বাবা, ছোট বোন, সবাই পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।’

অমিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ৪৫তম আবর্তনের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি খুলনায়। বাবা অজয় কুমার বিশ্বাস বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত আছেন। তিনি পরিবারের একমাত্র সন্তান।